থায়রয়েড গ্রন্থি ও হরমোনের সমস্যা

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে সাধারণত দু'ধরনের সমস্যা দেখা যায়-গঠনগত ও কার্যগত। গঠনগত সমস্যায় থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়, যেটাকে গয়টার বলা হয়। কার্যগত সমস্যা দু'রকমের হয়- হাইপারথাইরয়ডিজম ও হাইপোথাইরয়ডিজম। হাইপারথাইরয়ডিজমে থাইরয়েড গ ্যান্ড বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে পড়ে, আর হাইপোথাইরয়ডিজমে থাইরয়েড গ ্যান্ড কাজ করে না।

কারণ

হাইপোথাইরয়ডিজম মূলত তিনটি কারণে দেখা যায়। সদ্যোজাত শিশুদের মধ্যে থাইরয়েড গ ্যান্ড তৈরী না হলে, কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজম দেখা যায়। এছাড়া অটোইমিউন হাইপোথাইরয়ডিজম দেখা যায়। থাইরয়েড গ ্যান্ডের বির"দ্ধে অ্যান্টিবডি সক্রিয় হলে, থাইরয়েড গ ্যান্ড খারাপ হয়ে যায়। তখন থাইরয়েড গ ্যান্ড কাজ করে না। চিকিৎসাজনিত কারণেও এই অসুখ হতে পারে। অপারেশনের কারণে থাইরয়েড গ ্যান্ড বাদ দিতে হলে বা 'রে' দেওয়ার কারণে থাইরয়েড নষ্ট হয়ে গেলে এই সমস্যা হতে পারে।

অ্যান্টিবডি অতিরিক্ত মাত্রায় থাইরয়েড গ ্যান্ডকে স্টিমুলেট করলে হাইপারথাইরয়ডিজমের সমস্যা দেখা যায়। চূড়ান্ড় পর্যায়ের পর ওষূধের ডোজ বেশি হলে, তার থেকে হাইপারথাইরয়ডিজম হতে পারে। থাইরয়ডাইটিসে রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। ইনফেকশন হলে তাৎক্ষণিকভাবে থাইরয়েড গ ্যান্ড ভেঙে হরমোন বেরোতে শুর" করে, ফলে রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়।

যে সব অঞ্চলে আয়োডিনের অভাব রয়েছে, সেখানে আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে হাইপোথাইরয়ডিজম দেখা যায়।

লক্ষণ

হাইপোথাইরয়ডিজমে যে লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলো হলঃ

ভাল না লাগা, সঙ্গে লেথার্জিভাব # ত্বক খসখসে হয়ে যায়। # পা অল্প ফুলে যায় # খিদে ভাব কমে যায় # চুল পড়তে শুর" করে # ওজন অল্প বেড়ে যায়। ৫-৬ কিলো ওজন বাড়তে পারে # স্মৃতিশক্তি কমে যায় # খিটখিটে ভাব # কনস্টিপেশনের সমস্যা হয় # ব াড প্রেশার বাড়তে পারে # বন্ধ্যাত্বর সমস্যা হতে পারে # প্রেগনেন্সির সময় অ্যাবর্শন হতে পারে # কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজমে শিশুর ব্রেনের বিকাশ হয় না # শীতশীত ভাব দেখা যায় # পিরিয়ডসে সমস্যা হতে পারে।

হাইপারথাইরয়ডিজমে যে লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলো হল ঃ

খিদে বেড়ে গেলেও ওজন কমতে থাকে # প্রচন্ড গরম লাগে # বুক ধড়ফড় করে # মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে # পিরিয়ডসের সমস্যা হয় # ত্বক কালো হয়ে যায় # হার্টের সমস্যা হতে পারে # ব াড প্রেশার বেড়ে যায় # হাড়ের ক্ষয় শুর" হয়। বেশি বয়সে অস্টিওপোরোসিস হতে পারে # চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে # বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

চিকিৎসা

থাইরয়েডের সমস্যা নির্ধারণের জন্যে ব াড টেস্ট করা হয়।

হাইপোথাইরয়ডিজমের চিকিৎসা ওষুধের মাধ্যমে করা হয়। হাইপারথাইরয়ডিজমের চিকিৎসায় ওষুধ দেওয়া হয়। ওষুধে কাজ না করলে, তখন সার্জারি বা রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন থেরাপির কথা ভাবা হয়।

গয়টারের সমস্যা হলে ফোলা অংশ ম্যালিগনেন্ট কি না তা নির্ণয় করা হয়। FNAC টেস্ট করা হয়। ম্যালিগনেন্ট নির্ধারিত হলে এবং শুর"র দিকে ধরা পড়লে রেডিওঅ্যাক্টিভআয়োডিন পদ্ধতির মাধ্যমে থাইরয়েড ক্যানসার নিরাময় সম্ভব। # আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে থাইরয়েডের সমস্যা হলে আয়োডাইজড সল্ট খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

Dr Shamida Selim